দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

উচ্চ মাধ্যমিক '৯৫-এর ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সুষ্ঠুভাবে ১৯৯৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেয়ার জন্যে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন কলেজের 'অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা'র প্রতি নির্দেশ পাঠিয়েছেন এই মর্মে যে ঃ '..... যে সকল কলেজ কেন্দ্রে ঐ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাই তত্ত্বীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (বানান ভুল) করবে তাদের ক্ষেত্রে 'অভ্যন্তরীণ' (বানান ও শব্দ ভুল) ও বহিরাগত পরীক্ষক উভয়ই বহিরাগত হবেন। ঐ কলেজের ব্যবহারিক বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শুধুমাত্র ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 'গ্রহণ' ও সহযোগিতা করবেন।'

যেহেতু 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ' বিস্তারিত বলা নেই, আমরা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা ধরে নিতে পারি, আমাদের পবিত্র দায়িত্ব হবে ঃ

১· গবেষণাগারের দরজা খুলে দেয়া, যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেয়া, গবেষণাগারের এবং অন্যান্য বস্তুর ধোয়া-মোছা করা, তোয়ালে-সাবান-পানি ও সংশ্লিষ্ট বস্তু পরীক্ষক সাহেবদের খেদমতে হাজির করা ইত্যাদি।

২· আমরা, যারা জীববিজ্ঞান বা এমন বিষয়ের শিক্ষক, আমাদের এও পবিত্র দায়িত্ব হবে ঃ গাছ-গাছড়া ফুল-ফল, মূল-কান্ড-পাতা সংগ্রহ করা, ব্যাঙ-পোকামাকড়-কেঁচো ধরা ইত্যাদি।

চমৎকার! পরীক্ষায় যেকোন দায়িত্ব পালনে একটা 'পদবী' থাকে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেব সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের 'পদবী' কি হবে উল্লেখ করেননি। কেন?

আমাদের পদবী একটা নয়- একাধিক হতে পারে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তা জানেনও। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণকারী- এই আমাদের পদবী হতে পারে গবেষণাগারের দারোয়ান, ঝাড়ুদার, নমুনা সংগ্রাহক। শ্রমের মর্যাদা দিতে পারব, পদবীর মর্যাদাও দিতে পারতাম।

আমরা শিক্ষা বিভাগে কর্মরত গর্দভগণ কি পারি না!

এইতো সেবার আমরা অনেকে জেলা প্রশাসনের অসীম করুণায় 'ইন্সপেকশন টিম'-এর সদস্য হয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করলাম। চাকরির মায়ায় মান-মর্যাদা খুইয়েও দায়িত্ব পালন করেছি। আমরা এ পর্যন্ত আমাদের কামলার দাম (সম্মানী বলার দিন পার হয়ে গেছে) পাইনি। জেলা প্রশাসনের খবরদারিতে দায়িত্ব পালন বা কামলা খাটা শেষ হলে জেলা প্রশাসনের হদিস পাওয়া যায় না।

'কামলার দাম এবারো যদি না পাই' এ ভয়ে এবং বিশেষ অসুবিধার কথা ভেবে, দায়িত্ব পালন হতে অব্যাহতি চেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে 'দরখাস্ত' নিয়ে হাজির হই। এখানে ওখানে সেখানে। শেষটায় খোদ জেলা প্রশাসকের কাছে।

তিনি এমন রূঢ় অভিব্যক্তিতে আমাকে সব 'বুঝিয়ে' বললেন যেন আমি ফাঁসির আসামী ক্ষমা চাইতে গেছি! আমার দরখাস্তটি স্পর্শও করলেন না। অথচ, আমরা জানি, যেকোন প্রার্থনার ওপর 'না' বা 'হ্যাঁ' পাওয়া যায়।

এর আগে জেলা প্রশাসনের একজন বললেন, দায়িত্ব পালন না করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লেখা হবে- কঠোর শাস্তি হয়ে যাবে!

পুরস্কার দেবার মুরোদ নেই- শাস্তি দেবার বেলায় গোসাঁই হতে পারে জেলা প্রশাসন।

অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে ছাত্ররা বেয়াদবী করে- অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আবার আমাদের সাথে বেয়াদবী করেন। ডাক দেন-অ্যাই! ম্যাজিস্ট্রেটরা 'বেয়াদব ছাত্রদের পুলিশ দিয়ে পেটাতে পারেন। আমরা পারি না। আমরা বেয়াদব কোন ম্যাজিস্ট্রেটের গালও স্পর্শ করতে পারি না। আমাদের যে কোন ফোর্স নেই!

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে নেয়ার জন্যে, পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে এক বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অন্য বোর্ডে স্থানান্তর করবে প্রশ্ন ওঠে না- এক রাষ্ট্রের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্য রাষ্ট্রে স্থানান্তরের প্রশ্ন ওঠে না। উঠতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারীদের সবাই দুর্নীতিমুক্ত যে নয় তা বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে 'সংবাদ' 'সম্পাদকীয়'তে কিছু লিখেছে। পুরানো কথাও। কাজ হয়নি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারীরা বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ চায় না- খবরদারি করার ক্ষমতা চায়।

সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নেই-পরীক্ষানীতি নিয়ে কচকচানি।

'হলিচাইল্ড' জাতীয় জামাতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো-কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ নষ্ট করে দিচ্ছে, 'গাইড' প্রকাশকরা পন্ডিতজনদের হটিয়ে দিচ্ছে- এ সবের দিকে কারো সতর্ক দৃষ্টি নেই। পড়া নেই- পরীক্ষা আছে ম্যালা।

মানুষ হবার বিষয় নেই- 'স্টাডিজ'-এর ছড়াছড়ি।

এসব বিষয় পড়ে মানুষ গরু হয় না- হলে দুধ পাওয়া যেতো, লাঙল টানানো যেতো। এসব 'স্টাডিজ' পড়ে ছাত্ররা অমানুষ হয়। এসব স্টাডিজ পড়িয়ে শিক্ষকরা মানুষ হবার জন্যে আসা মানব শিশুকে- পশু-শাবক বানায়- হিংস্র রাজাকার-শিশু বানায়।

শিক্ষানীতি, গ্রন্থনীতি সঠিক হলে পরীক্ষার হলে দুর্নীতি হবে না। সুদূর অতীতে হয়নি। যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো, দুখীরাম বাবুর মতো শিক্ষক হলে- নেসফিল্ডের মতো লেখক হলে, দেশের পরীক্ষার হলে নকল থাকবে না।

শিক্ষানীতি সঠিক করার পদক্ষেপ না নিলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদেরই একদিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে- শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই উচিত শিক্ষা পেতে হবে।

'প্রশ্ন ব্যাংক' নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করছে। এ বিষবৃক্ষ শিক্ষা বিভাগই রোপণ করেছে-বিষফল সেইই ভক্ষণ করুক। ছাত্রদেরকে পুলিশ পেটায়। এ পেটানো শিক্ষার নীতি প্রণয়নকারীদেরই প্রাপ্য।

জে, এইচ মোল্যা
টঙ্গী সরকারি কলেজ,
টঙ্গী, গাজীপুর।